যায়যায়দিন

# জিপিএ ৫-এর রেকর্ড

## এসএসসিতে সাত বোর্ড মিলে পাসের হার ৫৯.৪৭ ■ ঢাকা ৬১.৩৫ ■ রাজশাহী ৬০.৭১ ■ কুমিল্লা ৬৩.৪৫ ■ যশোর ৪৮.১০ ■ চট্টগ্রাম ৬৩.৮৭ ■ বরিশাল ৫৯.৩০ ■ সিলেট ৫৬.৫২

যাযাদি রিপোর্ট

দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশ করা হয়েছে। এবার জিপিএ-৫ পাওয়া এবং পাসের হারের দিক দিয়ে আগের সব রেকর্ড ভেঙেছে পরীক্ষার্থীরা। এ বছর সাত বোর্ড মিলে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৪ হাজার ৩৮৪ জন এবং পাস করেছে ৫৯ দশমিক ৪৭ ভাগ পরীক্ষার্থী। বরাবরের মতো প্রাতিষ্ঠানিক-ভাবে ভালো ফল করেছে নামিদামি স্কুলগুলো। মেয়েরাও গত পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো করেছে।

মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষা ও কারিগরি বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফলও কাল প্রকাশ করা হয়েছে। দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার ৭৫ দশমিক ৮১। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৮৬ জন। এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় পাস করেছে ৬১ দশমিক ৩৭ ভাগ পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ জন। এই দুটিসহ নয় বোর্ড মিলে এবার পাসের হার ৬২ দশমিক ২২। জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ৩০ হাজার ৪৯০ জন। গত বছর পাসের হার ছিল ৫৪ দশমিক ১০ এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ২৭৬। পৃ১৫ ক৩



## জিপিএ ৫-এর রেকর্ড

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গতকাল বিকাল ৪টায় কেন্দ্রগুলো থেকে একযোগে ফল প্রকাশ করা হয়। কেন্দ্র সচিবদের কাছ থেকে ওই কেন্দ্রের আওতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা ফল সংগ্রহ করেন। ওয়েব সাইটেও ফল দেয়া হয়। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে ফল প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

বেলা ১টার দিকে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের নেতৃত্বে নয় বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন এবং শিক্ষা সচিব মমতাজুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এ বছরের ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ফলাফলের ধারা অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি একনিষ্ঠভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারী এবং ভালো ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী।

সাত বোর্ডে এ বছর মোট ৭ লাখ ৮৪ হাজার ৮১৫ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। উত্তীর্ণ হয় ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৭৩২ জন। পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪৭ ভাগ। গত বছর এ হার ছিল ৫২ দশমিক ৫৭। এবার ছাত্র পাসের হার ৬১ দশমিক ৩৭ এবং ছাত্রী পাসের হার ৫৭ দশমিক ৩২। বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাসের হার যথাক্রমে ৭৬ দশমিক ৩১, ৪৬ দশমিক ৯১ ও ৬৩ দশমিক ২৯। এ বছর পাসের হার সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বোর্ডে (৬৩.৮৭) এবং কম যশোর বোর্ডে (৪৮.১০)।

২০০১ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হচ্ছে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। সে বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল মাত্র ৭৬ জন। ২০০২ সালে পায় ৩২৭ জন। ২০০৩ সালে ১৩৮৯ জন। ২০০৪ সাল থেকে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা গুণিতক হারে বাড়তে থাকে। সে বছর পায় ৮ হাজার ৫৯৭ জন। এরপর ২০০৫ সালে জিপিএপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ১৫ হাজার ৬৩১ জন। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, ২০০৪ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের পাওয়া মোট নাম্বারের সঙ্গে চতুর্থ বিষয়ের নাম্বার যোগ হওয়ায় জিপিএ-৫ এবং পাসের হার বাড়তে শুরু করেছে।

ভালো ফলাফলের পাশাপাশি হ্রাস পেয়েছে পাসের হার শূন্য- এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। সাত বোর্ডে একই সঙ্গে বহিষ্কারের সংখ্যাও কমে এসেছে। এ বছর বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২৯১। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ১৭৪৬।

চলতি বছর সাত শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ পয়েন্ট ৪ থেকে ৫-এর নিচে পেয়েছে ৯১ হাজার ৮১৫ জন (শতকরা ১১.৭০ ভাগ)। জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪-এর নিচে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮২ হাজার ৯৪৭ (শতকরা হার ১০.৫৭)। এক লাখ ৪ হাজার ৬৯৩ শিক্ষার্থী (শতকরা হার ১৩.৩৪) পেয়েছে জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫-এর নিচে। জিপিএ-২ থেকে ৩-এর নিচে পয়েন্টপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখ ৪৬ হাজার ৮৩৯ (১৮.৭১ শতাংশ)। জিপিএ-১ থেকে ২-এর নিচে পেয়েছে ১৬ হাজার ৫৪ জন (শতকরা হার ২.০৫)।

রাজধানীর নামিদামি স্কুলগুলো বরাবরের মতো এ বছরও ভালো ফলাফল করেছে। বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে ভালো রেজাল্ট করেছে রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সংখ্যার দিক থেকে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এবং পাসের হারের দিক বিবেচনায় শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ শীর্ষে রয়েছে।

ঢাকা বোর্ড : ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৬১ দশমিক ৩৫। অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ২৩ হাজার ৫১১। উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ ৩৭ হাজার ১১৯ জন। ছাত্র পাসের হার ৬২ দশমিক ৩৪ এবং ছাত্রী পাসের হার ৬০ দশমিক ২১। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮ হাজার ৩৪৮। গত বছর পাসের হার ছিল ৫২.৮৫। জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৬ হাজার ১৭৪ জন।

রাজশাহী বোর্ড : রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৬০ দশমিক ৭১। পরীক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ১৫ হাজার ৭২৭, উত্তীর্ণের সংখ্যা এক লাখ ৩০ হাজার ৯৬৭। ছাত্র পাসের হার ৬২ দশমিক ২৫ এবং ছাত্রী পাসের হার ৫৮ দশমিক ৯০। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৫৭১। গত বছর সবচেয়ে কম পাসের হার (৪৩.১৩ ভাগ) ছিল রাজশাহী বোর্ডে এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ২৭৬ জন।

কুমিল্লা বোর্ড : কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ৬৩ দশমিক ৪৫। সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ৯০ হাজার ৪৪৮, উত্তীর্ণ হয়েছে ৫৭ হাজার ৩৯০। ছাত্র পাসের হার ৬৬ দশমিক ৯০ এবং ছাত্রী পাসের হার ৫৯ দশমিক ৬৬। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৬২১। এ বোর্ডে গত বছর পাসের হার ছিল ৫৫ দশমিক ৮৯। জিপিএ-৫ পেয়েছিল এক হাজার ৪০৭ শিক্ষার্থী।

যশোর বোর্ড : যশোর বোর্ডে পাসের হার ৪৮ দশমিক ১। সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল এক লাখ ৬ হাজার ৭৩২, উত্তীর্ণ সংখ্যা ৫১ হাজার ৩৩৬ জন। ছাত্র পাসের হার ৫০ দশমিক ৯৯ এবং ছাত্রী পাসের হার ৪৪ দশমিক ৬৭। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ১৩। এ বোর্ডে গত বছর পাসের হার সবচেয়ে বেশি ৬৯ দশমিক ১৯ শতাংশ ছিল। জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার ৬৫৪ জন।

চট্টগ্রাম বোর্ড : চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ৬৩ দশমিক ৮৭। সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬০ হাজার ৯৭৪, উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৮ হাজার ৯৪২ জন। ছাত্র পাসের হার ৬৫ দশমিক ৮৫ এবং ছাত্রী পাসের হার ৬১ দশমিক ৭৫। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ৭২৫। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৬০ দশমিক ৯২। জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২ হাজার ২৬৫।

বরিশাল বোর্ড : বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৫৯ দশমিক ৩। সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫৬ হাজার ৩৩৯, উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৩ হাজার ৪১০ জন। ছাত্র পাসের হার ৬২ দশমিক শূন্য ৫ এবং ছাত্রী পাসের হার ৫৬ দশমিক ২৬। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭২১ জন। এ বোর্ডে গতবার পাসের হার ছিল ৪৩.৪১ শতাংশ ও জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩৮২ জন।

সিলেট বোর্ড : সিলেট বোর্ডে পাসের হার ৫৬ দশমিক ৫২। সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩১ হাজার ৮৪, উত্তীর্ণ হয়েছে ১৭ হাজার ৫৬৮ জন। ছাত্র পাসের হার ৫৮ দশমিক ৭২ এবং ছাত্রী পাসের হার ৫৪ দশমিক ৪৯। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৮৫ জন। গতবার পাসের হার ছিল ৪৮.৪৭ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪৭৩ জন।